গুণীজন সম্বর্ধনা
ও
সঙ্গীতানুষ্ঠান

৯ জুন ১৯৯২

শেখ লুতফর রহমান
হরলাল রায়
সাধন সরকার
রঘুনাথ দাস

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

সুধী

আগামী ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯ / ৯ জুন ১৯৯২ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় একাডেমী মিলনায়তনে বরেণ্য শিল্পীদের সম্বর্ধনা ও সম্মাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এ অনুষ্ঠানে দেশের চারজন বরেণ্য শিল্পী শেখ লুতফর রহমান, হরলাল রায়, সাধন সরকার এবং রঘুনাথ দাসকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হবে।

অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয়া প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম প্রধান অতিথি এবং কৃষি সচিব জনাব খন্দকার মাহবুব-ই-রব্বানী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

আপনার সাদর উপস্থিতি কামনা করছি।

কামাল লোহানী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

অনুগ্রহপূর্বক আমন্ত্রণপত্র সঙ্গে আনবেন

শেখ লুতফর রহমান

আত্মপ্রত্যয়ী কিন্তু অনপণেয় অভিমানে ভরা এক অদ্ভুত ব্যতিক্রমী মানুষ শেখ লুতফর রহমান। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, উনসত্তরের প্রবল গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালী জাতীয়তাবাদের আত্মঅন্বেষার প্রতিটি লড়াইয়ে মিশে আছে তাঁর নাম ও কীর্তি। স্বাধীনতাকামী, আপোষহীন বাঙালীর অনিরুদ্ধ যাত্রায় তাঁর অপরিমেয় অপূর্ব সুরসম্পদ উদাত্ত কণ্ঠের অজস্র গান ও সুর অমিত প্রেরণা যুগিয়েছে। শেখ লুতফর রহমান আমাদের গণসঙ্গীতের অন্যতম ঋত্বিক।

স্বাদেশিক চেতনায় ভাস্বর, গণসঙ্গীতের এই সুরকার শিল্পীর জন্ম সাতক্ষীরা জেলার সুলতানপুর গ্রামে ১৯২২ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী। পিতা শেখ আবদুল হক, মাতা লতিফুন নেসা। পিতা বিভিন্ন কবিতায় সুর করতেন আর তা গাইতে হতো শেখ লুতফর রহমানকে।

অল্প বয়সে তিনি উচ্চাংগ সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই সঙ্গীতের ভিত্তি। সঙ্গীত শিক্ষার উদ্দেশ্যে একদিন কোলকাতায় পাড়ি জমালেন। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অবাক করা রেকর্ডের গান শুনে তিনি অনুপ্রাণিত হন। শেখ লুতফর রহমান কোলকাতায় গিয়ে বিচারপতি নাসিরুদ্দীনের বাসায় ওঠেন। এই সময় কোলকাতার ঝাউতলায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক এস, ওয়াজেদ আলীর বাসায় প্রতি রোববার সাহিত্যের আসর বসতো। কবি জসীমউদ্দীন, গোলাম মোস্তফা, অভিনেতা মমতাজউদ্দিন আহমদ, কমরেড মুজাফফর আহমদ, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অন্ধ ব্যারিস্টার সাধন গুপ্ত প্রমুখ সেখানে আসতেন। এই আসরে গান শুনিয়ে শেখ লুতফর রহমান সকলকে মুগ্ধ করেন। ১৯৪০ সালে অব্বাসউদ্দীন আহমদ তাঁকে 'সঙ পাবলিসিটি' বিভাগে চাকুরী দেন এবং ১৯৪৩ সাল থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলিকাতা স্টেশনের নিয়মিত শিল্পীরূপে সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকেন।

১৯৪২-৪৩ এ তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছিল। মমতাজউদ্দিনের অনুপ্রেরণায় শেখ লুতফর রহমান আই, পি, টি এ-তে যোগ দেন। শেখ লুতফর রহমান দেশের দুর্দিনে গণসঙ্গীতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ৪৭-এর দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে জিন্দাবাহার লেনে আশ্রয়

নেন। এই সময় শিল্পীকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়।

১৯৫৬ সালে শেখ লুতফর রহমান করাচী যান। সেখানে আট বছর থাকাকালে তিনি ওমরাও বন্দু খান ও হাবীব আলী খাঁ (বীণকার)-এর কাছে উচ্চাংগ সঙ্গীতে তালিম নেন। শেখ লুতফর নজরুলের বিদ্রোহী, কামাল পাশাসহ অগণিত গণসঙ্গীতের সুরকার ও গায়ক।

শিল্পী আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ইরানসহ বহু দেশে সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিরূপে ভ্রমণ করেছেন।

তিনি একুশেপদক, নাসির উদ্দিন স্বর্ণ পদক, জেবুন্নেসা-মাহবুব উল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট পদক, বাংলা একাডেমী ফেলোশীপ, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী কর্তৃক একক সম্বর্ধনা, ১৯৯০ সালে রেঁনেসা সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক হেমন্ত মুখোপধ্যায়ের সঙ্গে সম্বর্ধনা ও পদক এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কর্তৃক সম্বর্ধনা লাভ করেন।

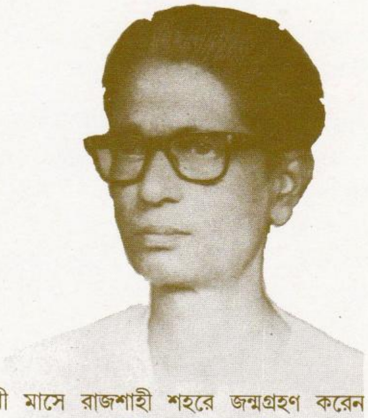

রঘুনাথ দাস

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজশাহী শহরে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট বেহালা বাদক রঘুনাথ দাস। পিতা স্বর্গীয় ফকিরচন্দ্র দাস অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি এবং নিজে একজন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তাই বাবার কাছেই রঘুনাথ দাসের বেহালায় হাতে খড়ি হয়। পাঁচ বছর শেখার পর পিতার মৃত্যু হলে তাঁর পিতৃগুরু রাজশাহী তালন্দর জমিদারী এস্টেটের সভাবাদক যোগেশ চন্দ্র দাসের কাছে শেখেন। পরবর্তীতে আরও শেখার আগ্রহে তিনি বর্ধমান যান এবং সেখানে ওস্তাদ অকিঞ্চন দত্তের কাছে তালিম নেন। বর্ধমান থেকে রঘুনাথ দাস কোলকাতায় যান এবং বিশিষ্ট সরোদিয়া রাধিকা মোহন মৈত্র এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্র মোহন মৈত্রের কাছে সঙ্গীতের তালিম নেন। এরপর তিনি রাজশাহীতে ফিরে আসেন। এখানে ওস্তাদ হারিপদ দাসের কাছে তালিম নিতে থাকেন।

শিল্পী রঘুনাথ দাস জীবনে অনেক বড় বড় সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। শিল্পী রেডিও বাংলাদেশ রাজশাহীর শুরু থেকে এ কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি রেডিওর চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। চাকুরী থেকে অবসর নিলেও শিল্পী কিন্তু এখনও তাঁর সাধনা থেকে অবসর নেননি।

সাধন সরকার

'দারিদ্রকে সঙ্গী করে আজও শিল্পীর মূল্যহীন অহংবোধ নিয়ে বেঁচে আছি।' খুলনা তথা বাংলাদেশের অন্যতম এক সঙ্গীত সাধক সাধন সরকার এই কথা কটি উচ্চারণ করেছিলেন একটি সাক্ষাৎকার দেয়ার সময়। দারিদ্র্যের সাথে দুরারোগ্য জটিল রোগকে সঙ্গী করে তাঁর আজন্ম লালিত অহংকারকে নিয়ে আজো বেঁচে আছেন খুলনা শহরের মির্জাপুরে ভাঙাচোরা পৈত্রিক নিবাসে।

সাধন সরকার জন্মগ্রহণ করেন খুলনা শহরে ১৩৩৫ সালের পৌষমাসে। পিতার নাম কেশব চন্দ্র সরকার। তাঁদের আদি নিবাস মানিকগঞ্জ জেলার দাসোরা গ্রামে। সাধন সরকারের নয় বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। বিধবা মাতা সুখদা সুন্দরী দেবীর স্নেহে ও তত্ত্বাবধানে কিশোর সাধন সরকারের লেখাপড়া চলতে থাকে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা বি কে ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট থেকে সাধন সরকার ম্যাট্রিক পাশ করেন।

মা সুখদা সুন্দরীর সঙ্গে কৃষ্ণের আরাধনায় ভক্তিগীতিতে গলা মেলাতেন এবং খোল বাজাতেন। আর এভাবেই তিনি সঙ্গীতের অনুরাগী হয়ে পড়েন। ১৯৪৭-এর পর তিনি কিশোরী মোহন বন্ধোপাধ্যায়ের কাছে বাঁশী শিখতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে ওস্তাদ শামসুদ্দীন এবং শাহজাহানের কাছে কণ্ঠ সঙ্গীতেও তাঁর সাধনা শুরু হয় এবং প্রকৃত অর্থে ওস্তাদ মুনশী রইসউদ্দীন ছিলেন তাঁর সঙ্গীত গুরু। ওস্তাদ রইসউদ্দীন খুলনা ত্যাগ করলে সাধন সরকার কালিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার মিত্রের কাছে গান শেখেন।

মূলতঃ তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী, খেয়াল এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর চর্চার ক্ষেত্র হলেও, সঙ্গীতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। যন্ত্র সঙ্গীতে তিনি সেতার, বাঁশী, এস্রাজ, তবলা ও গীটারে পারঙ্গম।

১৩৬৯ সালের ২৭শে অগ্রহায়ন মাদারীপুরের রাজির অন্তগর্ত বাজিতপুর নিবাসী রমেশচন্দ্র দাসের কন্যা মাধুরী দেবীর সাথে সাধন সরকারের বিয়ে হয়। তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা।

সাধন সরকার খুলনার অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি অনেক গানেরই সার্থক সুরকার। তাঁর সৃষ্ট সুরে জনপ্রিয়তা লাভ

করেছে বহু গণসঙ্গীত। তাঁর গানের বই 'চেতনার সৈকতে' স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কিডনী জনিত অসুস্থতায় সাধন সরকার চলত শক্তি রহিত হয়ে শয্যাশায়ী রয়েছেন।

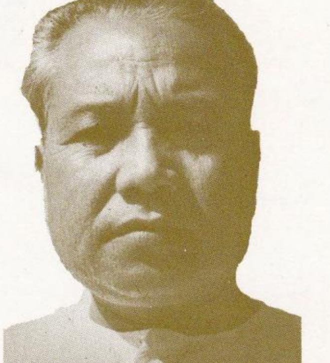

হরলাল রায়

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে রংপুর পরিচিত নাম। যে ভাওয়াইয়া গানের আকুল করা সুর এদেশের মাঠে-ঘাটে পথে-প্রান্তরে মানুষের মন কাড়ে, সেই ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি রংপুর। রংপুরের কৃতি সন্তান হরলাল রায়।

গীতিকবি-শিল্পী হরলাল রায়ের জন্ম ১৯২৩ সালে রংপুর জেলার সুবর্ণখুলী গ্রামের এক বনেদী পরিবারে। পিতার নাম চন্দ্রমোহন রায়, মাতা-অঙ্গবর্মনী। হরলাল রায় তাঁর নিজ গ্রামের শহীদপুর হাই স্কুল থেকে প্রাইমারী পাশ করেন। পরে বগুড়া মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করেন।

হরলাল রায়ের কোন ওস্তাদ ছিল না। আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে 'ওকি গাড়িয়াল ভাই' গানটি রেকর্ডে শুনে প্রথমে সঙ্গীতের প্রতি অনুপ্রাণিত হন। এর পর থেকে যখনই যার কাছে পেরেছেন, তিনি কণ্ঠে গান তুলে নিয়েছেন। কিছু দিন তিনি এক যোগীর কাছে নিয়মিত গান শেখেন। গানের টানে এই সুরপাগল মানুষটি একদিন বাড়ী ছেড়ে চলে যান কোলকাতায়। কোলকাতায় তিনি প্রখ্যাত শিল্পী তুলসী লাহিড়ীর সাহচর্যে আসেন। কোলকাতা এসে তিনি তাঁরই অনুরোধে প্রথমে মঞ্চে অভিনয় করেন। এরই মাঝখানে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানী থেকে তাঁর একটি গানের ডিস্ক বের হয়। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় ও দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে তাঁকে বেশ কয়েকবার কোলকাতা-রংপুর করতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রংপুরেই থেকে যান। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বেতারে এবং নিয়মিত শিল্পী হিসাবে গান পরিবেশন করতে থাকেন। তিনি টেলিভিশনের শুরু থেকেই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিল্পী হরলাল রায় সঙ্গীতকে ভালোবেসে তাঁর ডাক্তারী পেশাকে ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি সঙ্গীত পরিবেশনার পাশাপাশি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন, গান গেয়েছেন। শিল্পী পরিবারের সবাই প্রায় বেতার ও টিভির নিয়মিত শিল্পী।